১

গ্রামের পুবদিকে চালাঘরের হাসপাতাল, পশ্চিমে মরা নদী। বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠে তার ওপর দিয়ে ঝিঙে-চিচিঙ্গা বোঝাই গোরুর গাড়ি চলে, রাস্তা সংক্ষেপ করতে চালের সাইকেল ছোটে। মরা নদীর ওপার থেকে ফুঁসতে ফুঁসতে কালবৈশাখী এসে পুবের গ্রামীণ হাসপাতালের প্রসবকালীন আর্তনাদও উড়িয়ে নিয়ে যায়। মাইলের পর মাইল শূন্য ভূমির ওপর হাওয়ার শব্দ কখনও হা-রে-রে-রে, কখনও হাহাকারের মতো শোনায়।

একশো বছর আগেও এই নদী বইত। এই সেদিনও খাল, নালা, জল-কাদার চেহারা ধরে আনুমানিক ভাবে বেঁচে ছিল নদীটা। এখন দীর্ঘ বাদা অঞ্চলের পাশাপাশি আরও দীর্ঘ শুধুই নদীর কবর, মাঝে মাঝে দুয়েকটা রক্তমাখা ভাঙা পাঁজরের মতো ছেঁড়া ছেঁড়া নালা। বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠে বাদা শুকিয়ে গেলে খালও শুকিয়ে যায়। গ্রামের বৃদ্ধরা শুধু হাওয়ায় নদীর দীর্ঘশ্বাস শোনে। এ-ভাষাও তাদের। তাদেরই কেউ কেউ এখনও বলাবলি করে— এই নদী বেয়ে ভেলায় লখিন্দরকে নিয়ে বেহুলা স্বর্গরাজ ইন্দ্রের সভায় গিয়েছিল। কেউ বলে লখিন্দরের বাবা চাঁদ সদাগর এ পথে নৌকোযাত্রা করেছিল। কারও কারও মতে, এটা বড় কোনও নদীই নয়, নামহীন একটা শাখানদী মাত্র।

গোটা বালিসোনা গ্রামেই ঘরদোর কম, রাস্তাও কম, একটাই অপ্রশস্ত পিচরাস্তা, তিন জায়গায় বাঁক খেয়ে বড় শহরের দিকে চলে গেছে। সবুজই এ-গ্রামে বেশি। শুধু বালিসোনা গ্রামেই না, আশপাশের আরও ষোলটি গ্রাম জুড়ে গোটা বালিসোনা অঞ্চলেই অসীম সবুজ।

এতো গাছপালা পরের চল্লিশ-পঁয়তাল্লিশ বছরের মধ্যে ক্রমশ উজাড় হয়ে যাবে। ঘরবাড়ি দোকান-বাজার, সেলুন, টিউটোরিয়াল হোম, মলমূত্ররক্ত পরীক্ষার ক্লিনিক, চায়ের দোকান, মিষ্টির দোকান, রেস্টোর‍্যান্ট, আর মানুষের

অবিরাম ভিড়ে এই নির্জন গ্রাম সব সময় চিৎকার করতে থাকবে। ক্রমশ এখানে দেখা যাবে অসংখ্য বিউটি পার্লার, কিন্ডারগার্টেন, নার্সিং হোম (গোপন গর্ভপাতের ব্যবস্থাসহ), লাইসেন্সড ও বিনা লাইসেন্সের বার, মদের দোকান, জুয়ার আড্ডা, রাজনৈতিক দলের আঞ্চলিক অফিস, চওড়া রাস্তা, বাস, লরি, রিকশা, জিপগাড়ির ভিড়।

তখন হারানো নদীরও নতুন আখ্যান রচিত হবে।

হাসপাতালের মাটির ঘরে তার প্রথম সন্তান ফুটফুটে এক কন্যা—প্রতিবেশিনীর মুখে ভর সন্ধেবেলা এই সংবাদ শুনে সদ্য জমিদারি প্রথার অবসানে অসহায় অবনীমোহন চোধুরী বটতলার জনশূন্যিমোড়ের 'গাঁজা ও আফিংয়ের দোকান' থেকে কেনা এক ডেলা আফিং মুখে ফেলে দিলেন। মাথার ওপর বাপ আর বড় দাদারা থাকায় নিজের মধ্যে তাঁর কখনও জমিদারির বোধ ছিল না। তার ওপর বার বার নিজেদেরই বাগানের আম-কাঁঠাল চুরি করার অপরাধে দুমাস আগে তিনমাসের মেয়াদে তাকে ত্যাজ্যপুত্র করা হয়েছে। জমিদারবাড়ি ছেড়ে এখন কাছেই একটা ছোট একতলা বাড়িতে তাদের থাকার ব্যবস্থা। প্রথম সন্তানও ভূমিষ্ঠ হল তাঁর এই চরম দুঃসময়ে।

তালাক দেওয়ার মতো ত্যাজ্যপুত্র করার আদেশ শুনে ভুবনমোহন চৌধুরীর পঞ্চম সন্তান অবনীমোহন দমকা হাওয়ার মতন বাবার ঘরে ঢুকে বলেছিলেন, 'আপনি কি চান সরোজিনীকে নিয়ে আমি হাতানিয়া-দোয়ানিয়ায় গিয়ে ঝাঁপ দিই?'

অবৈতনিক প্রাথমিক বিদ্যালয়ের হেডমাস্টারের বউ তার ভাগের সকালের জলখাবার এক পোয়া নীলচে দুধ আর সিকি পাউন্ড পাউরুটি নার্সের চোখ এড়িয়ে তার ছেলের অ্যালুমিনিয়ামের কৌটোয় ঢেলে দিচ্ছে, পাশের খাটিয়ার ছোট জমিদারগিন্নি তাঁর বাচ্চা নিয়ে চলে যাচ্ছেন দেখে তাঁর দিকে তাকিয়ে চোখে হাসল। সেই হাসিতে সংকোচ অপরাধ ও অভ্যস্ত প্রণাম মিশে আছে। নার্স চলে যেতে আরও কয়েকজনের আসন্নপ্রসবা স্ত্রী তাদের বরাদ্দ দুধ-পাউরুটি ঘর থেকে আসা তাদের ছেলেমেয়েদের কৌটোয় সন্তর্পণে ঢেলে দিতে ব্যস্ত হয়ে পড়ল।

'তোর বাপকেও দিস এট্টু। রোজ দিস তো? গাছ থেকে পড়বার পর এগবারে অথব্ব হয়ে গেছে!' এক চাষী-বউ তার চার বছরের ছেলের মাথার চুল হাত দিয়ে গুছিয়ে দিতে দিতে বলল।

ছেলেটি ডাইনে মৃদু মাথা হেলিয়ে জানাল, দেব। তার চোখদুটিতে সব সময়